নারায়নগঞ্জ থেকে পাঁচ দিনে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মানুষদের নিয়ে আতংকে আছেন চুয়াডাঙ্গার সচেতন মানুষরা। এদের মাধ্যমেই চুয়াডাঙ্গায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করছেন অনেকে। এ দুটি জেলা থেকে অনেকেই চুয়াডাঙ্গায় ফিরে ঘরে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন। তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩৯৭ জন। নতুন কেউ আক্রান্ত জেলা থেকে এলেই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, অতি সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে নারায়নগঞ্জ থেকে আসেন এক যুবক। এসেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার আত্মগোপনে থাকার কারণে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। পৌর এলাকার মুন্সীপাড়ার এক যুবকও নারায়নগঞ্জ থেকে এসে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে আছে। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা কাউকে কোনোক্রমেই ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হবে। কেউ গোপনে এসে থাকলে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। আজ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল

সার্জন।

আজ বৃহস্পতিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে বুধবার পর্যন্ত রিপোর্ট এসেছিল ৮৪ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৬ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

খুলনায় সংগ্রহ করা নমুনা ত্রুটিপূর্ণ, বাতিল হলো ৩০০টি

সংগ্রহের প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় খুলনার বিভিন্ন উপজেলা ও বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে পরীক্ষার জন্য আসা অনেক নমুনাই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক নমুনা কোনো রকমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। খুলনা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে স্থাপিত করোনাভাইরাস পরীক্ষার ল্যাবের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, করোনাভাইরাস একটি নতুন ভাইরাস। এ কারণে যাঁরা নমুনা সংগ্রহ করছেন, তাঁদের সংগ্রহ পদ্ধতি হয়তো ভালোভাবে জানা নেই, তাই এ সমস্যা হচ্ছে। প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি নমুনাই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তবে সংগ্রহকারীদের সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়ার পর এখন সংগ্রহ করা নমুনা কিছুটা ভালো পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা বলছেন, প্রতিদিনই বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে। তবে সেসব নমুনার কোনোটিই সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়নি। সঠিক পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র ২০ শতাংশ। তবে যেভাবে নমুনা পাওয়া যাচ্ছে, তা দিয়েই পরীক্ষা কার্যক্রম চলছে। প্রথম দিকে অর্থাৎ ৬, ৭ ও ৮ এপ্রিলের পাওয়া বেশির ভাগ নমুনাই নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে তিন শর মতো নমুনা বাতিল করতে হয়েছে।

করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের একটি পরীক্ষাগারকে বায়ো-সেফটি পরীক্ষাগার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। আর সেখানেই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে পিসিআর যন্ত্র। ৪ এপ্রিল পরীক্ষাগারটি পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়। পরীক্ষাগার–সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের পর ৭ এপ্রিল সেটি উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনের প্রথম দিন পরীক্ষার জন্য বিভাগের বিভিন্ন জেলার ১২টি নমুনা পিসিআর যন্ত্রে বসানো হয়। পরদিন ১০টি বাড়িয়ে ২২টি পরীক্ষা করা হয়। আর গত বৃহস্পতিবার ৩৪টি, শুক্রবার ৩৭টি, শনিবার ২২টি ও রোববার ২২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া সোমবার ৪৩টি ও মঙ্গলবার ৬০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

খুলনায় পরীক্ষা করা ওই নমুনার মধ্যে চারটিতে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সোমবার ওই পরীক্ষাগারে প্রথমবারের মতো কোনো নমুনা করোনাভাইরাস ধরা পড়ে। ওই দিন যাঁর নমুনায় করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়, তাঁর বাড়ি যশোরের মনিরামপুর উপজেলায়। পরদিন মঙ্গলবার দুজনের নমুনায় পাওয়া যায় করোনাভাইরাস। ওই দুজনের একজন খুলনা নগরের, অন্যজনের বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায়। সর্বশেষ মঙ্গলবার বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার একজনের নমুনায় করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে।

ওই পরীক্ষাগারের একমাত্র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে আছেন মো. সেলিমুজ্জামান। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে ৬০-১০০টি পর্যন্ত নমুনা পাঠানো হচ্ছে। তবে কোনো নমুনাই শতভাগ সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে না। ২০ শতাংশ নমুনা কিছুটা ভালো মানের। অন্যগুলোর মান একেবারেই ভালো নয়। এ কারণে অনেক নমুনা বাদ দিতে হচ্ছে, আবার অনেক নমুনা খুব কষ্ট করে পরীক্ষা করতে হচ্ছে। করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহকারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন তিনি।

পরীক্ষাগারের দায়িত্বে থাকা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এস এম তুষার আলম বলেন, খুব বেশি নমুনা স্টক করে রাখা নেই। তবে প্রথম দিকে যেসব নমুনা পাওয়া গিয়েছিল, তার বেশির ভাগই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এ কারণে অনেক নমুনা বাদ দিতে হয়েছে।

জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, খুলনার পরিচালক রাশেদা সুলতানা

প্রথম আলোকে বলেন, প্রথম দিকে পাওয়া নমুনাগুলোর বেশির ভাগই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তবে ওই সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। নমুনা সংগ্রহকারীদের কয়েকবার অনলাইনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সূত্র-প্রথম আলো

করোনায় আক্রান্ত শুনে পালালেন, ধরা পড়ে এখন আইসোলেশনে

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন শুনে ঢাকায় আইসোলেশনে না থেকে পালিয়ে সুনামগঞ্জে বাড়িতে চলে যান এক যুবক। স্বাস্থ্য বিভাগ বিষয়টি জানতে পেরে গতকাল বুধবার রাতে তাঁকে আইসোলেশনে নিয়ে যায়।

সুনামগঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবক ঢাকায় একটি ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করেন। সম্প্রতি করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে তিনি নমুনা পরীক্ষা করেন। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) জানায়, তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাঁকে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই নির্দেশ দেয় তাঁর প্রতিষ্ঠানও। কিন্তু তিনি তা না মেনে ১৩ এপ্রিল ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় নিজ বাড়িতে চলে যান।

বাইরে থেকে একজন এসেছেন শুনে পরের দিন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন ওই যুবকের বাড়িতে যান। তখনো স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন জানতেন না যে ওই ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাই ১৪ দিন নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকার পরামর্শ দিয়ে তাঁরা চলে যান। কিন্তু গতকাল আইইডিসিআর থেকে জেলা সিভিল সার্জন মোহাম্মদ শামস উদ্দিনকে ওই ব্যক্তির নাম-ঠিকানা দিয়ে পুরো বিষয়টি জানানো হয়। সিভিল সার্জন জানান উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগকে। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন পুলিশ নিয়ে ওই বাড়িতে যান। এরপর বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে বিশ্বম্ভরপুর থেকে সুনামগঞ্জ শহরে নেওয়া হয়। গতকাল রাত সাড়ে নয়টায় তাঁকে ভর্তি

করা হয় সদর হাসপাতালের করোনো আইসোলেশন ওয়ার্ডে।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চৌধুরী জালাল উদ্দিন মুর্শেদ বলেন, ওই যুবক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য গোপন করেছেন।

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিষ্ণু প্রসাদ চন্দ বলেন, ওই যুবক একেক সময় একেক কথা বলছিলেন। তিনি স্বীকার করতেই রাজি নন যে তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। পরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) সঙ্গে তাঁর কথা বলিয়ে দিলে তিনি বিষয়টি স্বীকার করেন। ওই ব্যক্তি আবার যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন, সে জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ডের দায়িত্বরত ব্যক্তিদের সর্তক থাকতে বলা হয়েছে। সূত্র-প্রথম আলো

নারায়ণগঞ্জে দ্রুত করোনার পিসিআর ল্যাব স্থাপনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নারায়ণগঞ্জে এতো বেশি করোনাভাইরাসের রোগী সংক্রমিত হওয়ার পরও সেখানে করোনা টেস্টের মাধ্যমে শনাক্তের জন্য এখনো কোন ল্যাব কিংবা রিসার্চ সেন্টার নেই জেনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি অবিলম্বে নারায়ণগঞ্জে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে নারায়ণগঞ্জে করোনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জেনে তিনি এসব নির্দেশনবলী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের জানান। নারায়ণগঞ্জের সার্বিক করোনার চিত্র ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশদভাবে তুলে ধরেন নারায়ণগঞ্জ খানপুর হাসপাতালের আবাসিক ডাক্তার

(আরএমও) সামসুদ্দোহা সঞ্চয়।

প্রধানমন্ত্রীকে তিনি জানান, খানপুর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কসহ ১৬ জন মেডিকেল কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। করোনার চিকিৎসারত ডাক্তারদের এন-৯৫ মাস্ক নেই। তারা ঝুঁকি নিয়েই করোনা রোগীদের চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। তাই আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে। এছাড়া করোনা জন্য বিশেষায়িত খানপুর হাসপাতালে করোনার পরীক্ষার জন্য কোন পিসিআর ল্যাব এখনো নেই। তিনি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।
বিস্তারিত শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এতদিন তাহলে নারায়ণগঞ্জ পুরোপুরিভাবে ঢাকার ওপরই নির্ভর করে আসছে!

সাথে সাথেই নারায়ণগঞ্জে করোনার এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কেন এসব করা হয়নি তা জানতে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে কথা বলেন। সেখানকার কর্মকর্তাদের অবিলম্বে নারায়ণগঞ্জে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিয়ের আসরে কনেকে রেখে পালাল বর

নোয়াখালীর সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে এক ছাত্রীর (১৫) বাল্যবিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের উপস্থিতি টের পেয়ে বিয়ের আসর থেকে কনেকে রেখে পালিয়ে যান বর। এ সময় জনসমাগম করার অপরাধে অর্থদণ্ড করা হয় কনের মাকে।

বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে মহতাপুর গ্রামের মৌলভীসাহেবের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. রুহুল আমিন ও আসাদুজ্জামান রনি।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় মহতাপুর

গ্রামের বাসিন্দা ও নোয়াখালী মডেল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর
(১৫) বাড়িতে তার বিয়ের আয়োজন করা হয়। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ির পেছন দিয়ে দিয়ে বিয়ের আসর থেকে বর ও মেয়ের বাবা পালিয়ে যান। বিয়েবাড়িতে যত্রতত্র খাবার ও চেয়ার টেবিল পড়ে থাকতে দেখা যায়।

জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রনি জানান, বিয়ের আসর থেকে মেয়ের বাবা ও বর পালিয়ে যাওয়ায় তাদের আটক করা সম্ভব হয়নি।

তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ওই ছাত্রীর বয়স ১৮ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিয়ে দেবে না এ মর্মে তার মায়ের কাছ থেকে মুচলেকা নেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া বিয়ের আয়োজন করে লোকজনের সমাগম করার অপরাধে মেয়ের মাকে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মুজিবনগরে ধোয়া মোছার কাজ চলছে

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন উপলক্ষে মুজিবনগরে শুরু হয়েছে ধোয়া মোছার কাজ।

বৃহস্প্রতিবার সকালে মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম মুজিবনগর সৃতিসৌধে ধোয়া মোছার কাজ করেন। এবং মুজিবনগরের চারপাশ বর্নিল সাজে সাজানো হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তবে অন্য বারের মত জনসমাগম করে জাকজমক ভাবে পালিত না হলেও করোনা প্রকোটে সল্প পরিসরে পালিত হবে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

এদিকে বাইরের জেলার লোকসহ বেশি জনগন মুজিবনগরের ভিতর প্রবেশ না করতে পারে সে লক্ষে মুজিবনগরের দুইটি গেটে থাকবে নিরাপত্তা বাহিনির সদস্যরা।

ত্রাণ দেওয়ার নামে দরিদ্র অসহায় মানুষের সাথে প্রতারণা করলেন ইবি প্রশাসন

ত্রাণ দেওয়ার নামে দরিদ্র অসহায় মানুষের সাথে প্রতারণা করলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) প্রশাসন।

জানা যায়, ক্যাম্পাসে থাকা বিভিন্ন ভ্যানচালক, বাদাম বিক্রেতা, শসা বিক্রেতা, ঝালমুড়ি, ফুচকা চটপটি বিক্রেতাসহ কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করবে বলে সারাদিন বসিয়ে রেখে ও খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে গাদাগাদি করে এমন খাদ্য সামগ্রী বিতরণের আয়োজনকে নেতিবাচক হিসেবে দেখছে অনেকেই।
গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখে সব মানুষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তারা।
তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে সারাদিন দাঁড় করিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। আমরা গরীব অসহায় বলে আমাদের এভাবে দাঁড়িয়ে রাখাটা যেন তাদের কাছে আমাদের কাছে মানুষ বলে গণ্য করে না।

ঝালমুড়ি বিক্রেতা তাহাজ্জদ আলী, ডাব বিক্রেতা সোহেল মিয়া, শরবত বিক্রেতা মাজিদুলসহ আরও কয়েকজন জানান, আমাদের সকাল আটটার সময় ডেকে এনে দুপুর একটা পর্যন্ত কেউ কিছু খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে

আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা খুব কষ্ট পেয়েছি।

এদিকে অসহায় দরিদ্র দিনমজুরিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ হবে এমন খবর পেয়ে ক্যাম্পাসের আশপাশ এলাকার আরো কয়েকশ দরিদ্র ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ভিড় করে। তবে তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তারা খাদ্য সামগ্রী পাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের নির্দেশে তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এসব বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর পরেশ বর্মন এর সাথে কথা হলে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে না। তবে বিভিন্ন গ্রুপ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ না করে অর্থ সহায়তা দেওয়ার জন্য তালিকা করছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ হাজির না হলেও তাদেরকে বাড়িতে বাড়িতে অথবা বিকাশ একাউন্টে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এত লোক সমাগম কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ঢুকতে গিয়ে দেখেছি অনেক লোকজন ত্রাণ নিতে এসেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো ত্রাণ বিতরণ করছে না মর্মে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি।

জরুরি হটলাইনে কুপ্রস্তাবের অভিযোগে কুষ্টিয়া থেকে কিশোর আটক

আইইডিসিআরসহ দেশের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী হটলাইন নম্বরে বারবার কল করে অশালীন ও কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে সাইবার পুলিশের সহযোগিতায় ১৩ বছরের এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ।

গত মঙ্গলবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ তাকে আটক করে।

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খায়রুল আলম

জানান, বিশ্বব্যাপী মহামারি আকার ধারণ করা করোনা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য-পরামর্শ এবং সময়োপযোগী সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় বেশকিছু হটলাইন নম্বর। এসব হটলাইনে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে পরামর্শ এবং তথ্য সেবা দিয়ে থাকেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। তারা করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা দেওয়ার জন্য দায়িত্ব পালন করলেও অনেক কলারই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করছেন। বিশেষ করে হটলাইনে কোনও নারীকণ্ঠ শুনলেই কোনও কোনও কলার অশ্লীল কথা বলেন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন।

কুষ্টিয়ায় আটক কিশোর আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য বাতায়ন, জাতীয় তথ্য সেবা বাতায়নসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী টোল ফ্রি হটলাইন নম্বরে কল করে ও বার্তা পাঠিয়ে নারীকর্মীদের কুপ্রস্তাব দেয়। আটক কিশোর কোনও কোনও হটলাইন নম্বরে শতাধিকবার কল দেয়।
সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খায়রুল আলম বলেন, ‘কিশোরের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটি তার বাবার নামে রেজিস্ট্রেশন করা। অল্প বয়সী ছেলেকে মোবাইল কিনে দিলেও মোবাইল ফোন কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে, খোঁজ রাখেননি বাবা। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ কিশোরের বাবাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে।’

সিআইডির এই কর্মকর্তা জানান, এসব অবাঞ্ছিত কলের কারণে অহেতুক জরুরি এসব নম্বর ব্যস্ত থাকে। এর ফলে আসলেই যার তথ্য বা সেবা দরকার, তিনি সঠিক সময়ে সেবাটি পাচ্ছেন না। মার্চের প্রথম থেকেই করোনা সংক্রান্ত গুজব প্রতিরোধসহ দেশের জনগণ যাতে কাঙ্ক্ষিত সেবা পায় এ বিষয়ে সিআইডির সাইবার পুলিশ কাজ করে আসছে। রাজধানীর বনানী থানার একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার কুষ্টিয়া জেলা পুলিশকে অপরাধীর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেয়।

কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের একটি দল কুষ্টিয়া পৌরসভার ফুলবাড়িয়া এলাকা থেকে ১৪ এপ্রিল সকালে এই কিশোর অপরাধীকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে আটক কিশোর প্রতিনিয়ত হটলাইনে নারীকর্মীদের হয়রানিসহ অশ্লীল কথা ও বার্তা পাঠানোর বিষয়টি স্বীকার করে।

দেশে করোনা কেড়ে নিল আরও ৪ প্রাণ, নতুন আক্রান্ত ২১৯

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এ নিয়ে করোনায় মোট মারা গেলেন ৫০ জন।
বুধবার দুপুরে অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য জানান।
বিস্তারিত আসছে…